بسم الله الرحمن الرحيم

নবী সা. এর জীবনীর ধারাবাহিক আয়োজন ‘এক নজরে সীরাহ’

এক নজরে সীরাহ ৯

৭ম হিজরী থেকে ১০ম হিজরী

এক নজরে সীরাহ

কাযা উমরা আদায়

৭ম হিজরী, যুল ক্বদাহ

খায়বার যুদ্ধের পর মদীনায় কিছুদিন অবস্থান করে ৭ম হিজরীর যুল ক্বদাহ মাসে রাসূল সা. পূর্ববর্তী বছরের কাযা উমরার প্রস্তুতি নেন। প্রায় দু হাজার সাহাবীসহ রাসূল সা. বেরিয়ে পড়েন। মদীনার যুল হুলাইফা থেকে ইহরাম বেধে রাসূল সা. কুরবানীর জন্য ৬০ টি সাথে করে নেন। মক্কার প্রবেশের পূর্বে ইয়াজাজ নামক স্থানে আউস ইবনু খাওলা রা. কে দু'শো সাহাবীসহ সতর্কতার জন্য রেখে দেন। রাসূল সা. নিজ উট কাসওয়া'য় আরোহিত ছিলেন। লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে বীরবেশে রাসূল সা. মক্কায় প্রবেশ করেন।

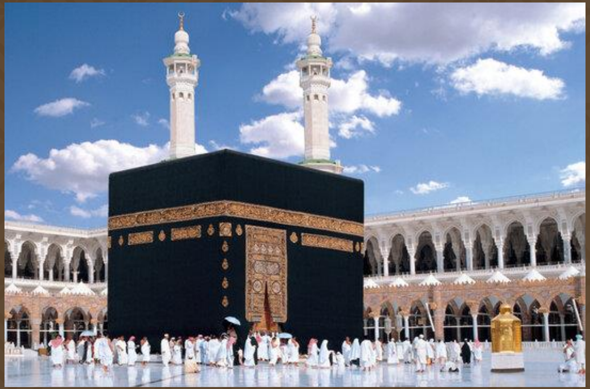

আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা’র কবিতা আবৃত্তি

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ "

তিরমিযি: ২৮৪৭

মুতার যুদ্ধ ৮ম হিজরী, জুমাদাল উলা

৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা রাসূল সা. যাইদ ইবনু হারিছার নেতৃত্বে রাসূল সা. ৩ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। রাসূল সা. একে একে তিনজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

أَمَّرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنْتُ فِيْهِمْ فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا مَا فِيْ جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

সহীহ বুখারি: ৪২৬১

সাহাবীদের পরামর্শ ও আব্দুল্লাহ ইবনু রওহা’র ঈমানদীপ্ত ঘোষণা

মুসলিম বাহিনী মাআন নামক স্থানে আসার পর কাফেরদের সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারে অবগত হয়। এতে সাহাবীরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কী করবে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু রওহা রা. ঈমানদীপ্ত ঘোষণা দেন, এতে দ্বিধা কেটে যায়, মাত্র ৩ হাজার সৈন্য নিয়েই মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হন।

"يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة"

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

৮ম হিজরী, শাবান মাস

হুদাইবিয়ার সন্ধি মোতাবেক গোত্রসমূহ নিজ নিজ পছন্দানুযায়ী দলে যুক্ত ছিল। বনু খুযাআ গোত্র মুসলিমদের পক্ষ আর বনু বকর গোত্র কুরাইশদের পক্ষাবলম্বন করে। মূলত এ দু গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা পূর্ব থেকেই চলছিল। এর জের ধরে ৮ম হিজরী'র শাবান মাসে বনু বকর গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করে 'ওয়াতির' নামক ঝর্ণার পাশে বসবাসকারী বনু কুযাআর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ হামলায় কুরাইশরা প্রত্যক্ষ ইন্ধন জোগায়। খুযায়া গোত্রে আমের বিন সালিম খুযাই একটি দল নিয়ে রাসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করেন। হৃদয়স্পর্শী কবিতার মাধ্যমে অতর্কিত হামলার সংবাদ দেন। রাসূল সা. এতে সাড়া দেন এবং সন্ধি ভঙ্গের জন্য মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নেন।

মক্কা অভিমুখে মুসলিম বাহিনী

৮ম হিজরী, ৭ রমাদান

রাসূল সা. প্রায় ১০ হাজার সাহাবীকে সঙ্গে করে মক্কা অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। মদীনার বিভিন্ন নওমুসলিম গোত্রগুলো এ অভিযান অংশগ্রহণ করে। রাসূল সা. সিয়ামরত অবস্থায় ছিলেন। পরে তিনি সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَكَانَ صَحَابَةُ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ .

(মুসলিম: ১১১৩)

একদিন পূর্বে যাত্রা বিরতি

রাসূল সা. মক্কায় প্রবেশের পূর্বে মাররুন যাহরান নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন এবং সাহাবীদের প্রত্যেককে ভিন্ন চুলা জ্বালানোর নির্দেশ দেন। এতে বিশেষ হিকমাহ ছিল। চাচা আব্বাস রা. বিপদ উপলদ্ধি করে সন্ধির পন্থা খুঁজতে লাগলেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ: قُلْتُ وَاللَّهِ، لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً، قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ إِنَّهُ لَهَلَاكُ قُرَيْشٍ، فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَعَلِّي: أَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي أَهْلَ مَكَّةَ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ، فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِّي لَأَسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ كَلَامَ أَبِي سُفْيَانَ، وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةَ، فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: أَبُو الْفَضْلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا لَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ، قَالَ: فَمَا الْحِيلَةُ؟ قَالَ: فَرَكِبَ خَلْفِي، وَرَجَعَ صَاحِبُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا، قَالَ: نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ قَالَ: فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ

(বুখারী: 3007)

আবু সুফিয়ানের সতর্কবার্তা

১৭ রমাদান রাসূল সা. মক্কায় প্রবেশের জন্য বেরিয়ে পড়েন। চাচা আব্বাস রা. কে বলে দেন, তিনি যেন আবু সুফিয়ানকে নিয়ে পাহাদের উপরে থাকে এতে সে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হয়। মুসলিমদের বিশাল সংখ্যক সৈন্য দেখে আবু সুফিয়ান উদ্বিগ্ন হন এবং কুরাইশরা এর প্রতিরোধে সক্ষম নয় বলে বুঝে যান।

سبحان اللهِ من هؤلاءِ يا عباسُ قلتُ هذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المهاجرين والأنصارِ قال ما لأحدٍ بهؤلاءِ قبلٌ ولا طاقةٌ واللهِ يا أبا الفضلِ لقد أصبح ملكُ ابنُ أخيكَ الغداةَ عظيمًا قلتُ يا أبا سفيانَ إنها النبوةُ قال فنِعْمَ إذًا قلتُ التجِئْ إلى قومِك قال فخرج حتى جاءهم صرخ بأعلى صوتِه يا قريشُ هذا محمدٌ قد جاءَكم بما لا قِبَلَ لكم به فمن دخل دارَ أبي سفيانَ فهو آمنٌ

(আহমাদ: ২৩৫২)

রাসূলের প্রবেশ

দশ হাজার সাহাবী বেষ্টিত হয়ে রাসূল সা. উটে সাওয়ার হয়ে মাতৃভূমি মক্কায় প্রবেশ করেন। যে রাসূল একদিন নির্যাতিত হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তিনি এবার বীরের বেশে, রবের প্রতি শোকরগোজার হয়ে সুরা ফাতহ তেলাওয়াত করতে করতে প্রবেশ করছেন।

- মসজিদুল হারামে নবীজি সা.

دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ.

(বুখারী: ৪২৮৭)

- ক্ষমা ও দয়ার মূর্ত প্রতীক
- কাবার দায়িত্ব হস্তান্তর ও আজান
- অন্যান্য বিধিবিধান ও নির্দেশ

হুনাইনের যুদ্ধ

৮ম হিজরী, শাওয়াল

বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয়ে সকল গোত্র মেনে নিলেও হাওয়াজিন ও বনু ছাক্বিফ গোত্রদ্বয় এ বিজয় মেনে নিয়ে পারেনি। উল্টো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। হাওয়াজিন নেতা মালিক বিন আওফ আন নাসরি ৪ হাজার সমবেত করে। রাসূল সা. ৬ই শাওয়াল প্রায় ১২ হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে কুফফাররা তাদের সকল শক্তি নিয়ে চেষ্টা করে। রাসূল সা. বিষয়টি জেনে হেসে বলেন, আগামীকাল তা আমাদের হবে ইন শা আল্লাহ।

প্রতিকী ছবি

মুসলিমদের প্রাথমিক পরাজয়

মুসলিম বাহিনীতে প্রায় ১২ হাজার সৈন্য। এত বিশাল সংখ্যক বাহিনী ইতোপূর্বের কোনো যুদ্ধে হয়নি। কেউ কেউ এটা নিয়ে গর্ব করতে লাগল। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতে মুসলিমদের প্রাথমিক বিপর্যয় নেমে আসে। ভোর বেলা হুনাইনে পৌঁছলে কুফফার বাহিনী অনবরত তীর নিক্ষেপ শুরু করে। এতে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা পিছু হটে। এ সময় রাসূল সা. এর পাশে অল্প কিছু সাহাবী থাকে। যুদ্ধের বিপর্যয় রোধে রাসূল সা. সাহাবীদের ডেকে সমবেত করেন। নব উদ্যমে জিহাদ শুরু হয়।

মহিলা সাহাবীদের অংশগ্রহণ

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذَا الْخَنْجَرُ " . قَالَتِ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ "

জয়লাভ ও বিপুল গনীমত লাভ

যুদ্ধে কুফফারদের ৭২ জন মারা যায়, অন্যদিকে মুসলিমদের মাত্র ৪ জন শহীদ হয়। এতে গনীমত হিসেবে ৬ হাজার নারী ও শিশু, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজারের অধিক দুম্বাসহ বিপুল গনীমত অর্জিত হয়।

তায়েফ অভিযান শেষে গনীমত বণ্টন

৮ম হিজরী, শাওয়াল

মালিক ইবনে আওফের নেতৃত্বে একটি দল তায়েফে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রাসূল সা. সেখানে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. এর নেতৃত্বে ১ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। পরে রাসূল সা. নিজেও শরীক হোন। সেখানে গিয়ে প্রায় মাসখানেক অবরোধ করে মুসলিমরা ফিরে আসে। জিরানা নামক স্থানে রাসূল সা. পুনরায় ঘোষণা দেন পরে মুসলিমদের মাঝে গনীমত বণ্টন করে দেন।

- হাওয়াযিন গোত্রের ফিরে আসা ও বন্দিদের মুক্তি
- উমরা শেষে মদীনা ফিরে আসা
- বনু তামিম গোত্রের ইসলাম গ্রহণ মুহাররম, ৯ম হিজরী

বনু তাই গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ৯ম হিজরী, রবিউল আউয়াল

আলী রা. এর নেতৃত্বে ১৫০ জনের একটি বাহিনীকে রাসূল সা. তাই গোত্রে অভিযান প্রেরণ করেন। তাই গোত্রের প্রধান উপাস্য ছিল 'ফিলস' মূর্তি। এ গোত্রের বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন দানবীর হাতেম তাই। অভিযানে সাফানা বিনতে হাতিম তাই বন্দি হন পরে নবী সা. তাকে ছেড়ে দেন, সাথে একটি বাহনও দেন। সাফানা রাসূলের আচরণে মুগ্ধ হয়ে তার ভাই আদি ইবনু হাতেমের কাছে গিয়ে ঘটনা সব খুলে বলেন এবং সেও রাসূলের সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূল সা. এর ভবিষ্যৎবাণী:

রাসূল সা. এ সময় আদি ইবনু হাতিমকে বেশকিছু ভবিষ্যৎ বাণী করেন। তা তাঁর জীবদ্দশাতেই অবলোকন করেন।

আদি ইবনু হাতিম বর্ণিত হাদীস

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِيْ فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِيْنَ قَدْ سَعَّرُوْا الْبِلَادَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوْزُ كِسْرَى قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَلَيَقُوْلَنَّ لَهُ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُوْلًا فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُوْلُ بَلَى فَيَقُوْلُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْتُ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللهَ وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوْزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبُوْ الْقَاسِمِ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ

(বুখারী: ৩৫৯৫)

তাবুক যুদ্ধ

৯ম হিজরী, রজব মাস

পূর্বে মু'তার যুদ্ধে রোমকদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল। এর প্রতিশোধস্বরূপ নতুন করে ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে সরাসরি মদীনায় হামলার পরিকল্পনা তারা করে। শাম থেকে আগত ব্যবসায়ী দলের মাধ্যমে সে খবর মুসলিমদের নিকট পৌঁছে। রাসূল সা. জিহাদের সরাসরি ঘোষণা দেন। সাহাবীরা জান প্রাণ দিয়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ বাহিনীকে ইতিহাসে কষ্টের বাহিনী বলে অভিহিত করা হয়।

সাহাবীদের অংশগ্রহণ

এ যুদ্ধে রাসূল সা. সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। সাহাবীরা নিজেদের সবটুকু দিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন।

উসমান রা. ১০ হাজার দিনার, ৩০০ উট ও ৫০ টি ঘোড়া। রাসূল সা. খুশি হয়ে উছমান রা. দানের প্রশংসা করেন।

আবদুর রহমান ইবনু আওফ রা. ৪ হাজার দিরহাম, আসিম ইবনু আদি প্রায় ১৪ হাজার কেজি খেজুর,

উমর রা. সম্পদের অর্ধেক, আবু বকর রা. সবটুকু, মহিলাগণ হাতের চুরি, হার, আংটি সহ পরিধেয় নানা অলংকার দান করেন।

প্রতিনিধি আগমনের বছর

হিজরী ৯ম বছরকে বলা যায় আমুল উফুদ বা প্রতিনিধিদের বছর। অর্থাৎ এ বছর একের পর এক বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধিরা রাসূলের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে, কেউ বা ইসলামের বিজয়ের অগ্রযাত্রা দেখে চুক্তিবদ্ধ হতে থাকে। এমন গোত্রের সংখ্যা ৬০-৭০ টির মত ছিল।

কুফফারদের ৪ মাস আল্টিমেটাম

৯ম হিজরী যুক ক্বদাহ মাসে আবু বকর রা. কে হজ্বের দায়িত্ব দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন। এরমধ্যে সুরা তাওবা অবতীর্ণ হলে আলী রা. মারফত খবর পাঠানো হয়। ১০ ই জিলহজ্ব মক্কার কুফফারদের মাঝে চার মাসের আল্টিমেটাম দেয়া হয়। এ সুরায় মুশরিকদের সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়।

বিদায় হজ্বের প্রস্তুতি

১০ হিজরী, যুল ক্বদাহ

ইসলামের সুবাতাস যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামের ছায়াতলে দলে দলে মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে এবার রাসূল সা. ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ পবিত্র হজ্বের মনস্থ করেন। ঘোষণা করা হয়, রাসূল সা. হজ্বে যাবেন। যে কেউ তাঁর সাথে যুক্ত হতে পারে। সাহাবীরা সাথে সাথে প্রস্তুতি নিলেন প্রিয় রাসূলের সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে। ১০ম হিজরীর ২৪ যুল ক্বদাহ রাসূল সা. মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। মদীনার মিকাত যুল হুলাইফা এসে যাত্রা বিরতি দেন, ইহরাম বাধেন এবং পরদিন যাত্রা করেন। ৪ জিলহজ্ব রাসূল মক্কায় পৌঁছেন।

হজ্বের ভাষণ

فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ . فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ . وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ " . قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ " اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ "

মিশকাত: ১২১৮

বিদায়ের পূর্বাভাস

১১ হিজরী, সফর মাস

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

বুখারী: ১৩৪৪

كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ

বুখারী: 4998

আবু বকর রা. এর শঙ্কা

خَطَبَ النَّبِيُّ فَقَالَ إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنْ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرٍ.

বুখারী: ৪৬৬

অসুস্থতার সূচনা

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ„ وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ

বুখারী: ৫৬৬৬

আয়েশা রা. এর ঘরে থাকার অনুমতি

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِيْ مَنْ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ بَيْتِيْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيْقُوْا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّيْ أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلَسْنَاهُ فِيْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ.

বুখারী: ৪৪৪২

ইহুদী নাসারাদের প্রতি লানত ও আরব ভূখন্ড থেকে বের করে দেয়ার ওসিয়ত

أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ". يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

বুখারী: ৪৩৫-৪৩৬

সালাতের কথা উদগ্রীব রাসূল

قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَم لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ قَاعِدٌ

বুখারী: 687

জীবনের শেষ শেষ দিন

রাসূলের তৃপ্তির হাসি

حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، وَهْوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ.

বুখারী: 680

পিতা কন্যার শেষ আলাপন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِينَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهَا
قَالَتْ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ

বুখারী: ৩৬২৩

আজকের পর আর কোনো কষ্ট নেই

لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام وَا كَرْبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ

বুখারী: 4462

রফিকে আলার সান্নিধ্যে

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ يَوْمِيْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ
وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ
بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُّ عُمَرُ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُوْلُ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ

বুখারী: ৪৪৪৯

জাঝাকুমুল্লাহু খইর

কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন

উস্তায ফজলে রাববি হিফজ, দাওরায়ে হাদীস
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
ইন্সট্রাকটর, তাহযিব ইনস্টিটিউট
ফেসবুক: www.fb.com/farabbi.bd
মেইল: farabbi.bd@gmail.com
+881922730001 (Imo/Whatssapp)
+966509676974 (Saudi Arabia)